অসুস্থ হনুমানকে বাঁচাতে রিকশাচালকের মানবিকতা

মেহেরপুর শহরের খন্দকার পাড়ার রিকশাচালক জাকির হোসেন শনিবার বিকেলে এক ব্যতিক্রমী মানবিকতার নজির স্থাপন করেন।

সার্কিট হাউজের সামনে দিয়ে রিকশা চালানোর সময় তিনি দেখতে পান, একটি হনুমান অসুস্থ অবস্থায় কাঁপছে। দৃশ্যটি দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারেননি।

জাকির হোসেন দ্রুত হনুমানটিকে নিয়ে পৌঁছে যান মেহেরপুর জেলা পশু হাসপাতালে। তবে শনিবার হওয়ায় হাসপাতালটি বন্ধ ছিল।

তারপরেও তিনি এবং স্থানীয় কয়েকজন সচেতন নাগরিক গিয়ে হাসপাতালের মূল গেটে ধাক্কা দিতে থাকেন, আশা করছিলেন ভিতরে কেউ রয়েছেন কিনা।

স্থানীয় বাসিন্দা মাসুদ জানান, “একটি পশুর জন্য মানুষ কীভাবে ছুটে আসতে পারে—আজ আমরা নিজের চোখে দেখলাম। মানুষ যদি আন্তরিক হয়, তাহলে পশুও অবহেলিত থাকে না।”

ঘটনাটি গতকাল বিকেল পাঁচটার দিকে ঘটে। হনুমানটির শারীরিক অবস্থা গুরুতর হলেও, স্থানীয়দের প্রচেষ্টা ও ভালবাসায় তার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা চলতে থাকে।

ঘটনার পর পশুপ্রেমী মহলে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও রিকশাচালক জাকির হোসেনের প্রশংসা চলছে।

মেহেরপুরের ‘মায়ের হাসি ক্লিনিকে’ প্রসূতি মৃত্যুর

অভিযোগ

মেহেরপুরের শহরের মায়ের হাসি ক্লিনিকে সিজারিয়ান অপারেশন করার পর তাহেরা খাতুন (২৭) নামের এক প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় সিজারিয়ান অপারেশনের পর প্রসুতির অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রসূতি তাহেরা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের সিঙ্গাপুর প্রবাসী একরামুল হকের স্ত্রী। তবে নবজাতক শিশু কন্যাটি সুস্থ আছে।

এর আগে তাহেরা খাতুনের ২টি পুত্র সন্তান রয়েছে। মাকে হারিয়ে তিনটি অবুঝ শিশু এতিম হয়ে গেছে। প্রসূতি তাহেরা খাতুনের মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকার শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

চাঁদবিল গ্রামের সিঙ্গাপুর প্রবাসি একরামুল হকের ভাই একলাস আলী বলেন, “বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে তার ভাবী তাহেরা খাতুনকে শহরের কাসারিপাড়াস্থ মায়ের হাসি ক্লিনিকে ভর্তি করি। দুপুর ৩ টার দিকে ডা. জুসি (রুমানা হেলালী জুসি) সিজারিয়ান অপারেশ করান এবং কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিছুক্ষণ পরে রোগীকে বেডে দেওয়া হয়। বেডে দেওয়ার পরপরই রোগী খিঁচুনি দিয়ে ওঠে। অবস্থা খারাপ হতে থাকলে ক্লিনিকের ভাড়া করে দেওয়া এ্যাম্বুলেন্স দিয়ে সন্ধ্যার দিকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কুষ্টিয়া পৌছানোর আগেই পথের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। পরে আমরা লাশ ফিরিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসি। পরদিন শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে। ”

এ বিষয়ে মায়ের হাসি ক্লিনিকের স্বত্ত্বাধিকারী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু বলেন, “প্রসূতি মৃত্যুর কোন ঘটনা আমার ক্লিনিকে ঘটেনি। আমরা রোগী রেফার্ড করেছি কুষ্টিয়া মেডিকেলে কি হয়েছে আমরা জানি না।”

বাংলাদেশ প্রাইভেট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশনের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক খালিদ সাইফুল ইসলাম বলেন, “মায়ের হাসি ক্লিনিকে প্রসূতি মৃত্যুর বিষয়টি আমাদের কানে এসেছে। এ বিষয়ে কোন অভিযোগ পেলে অথবা ঘটনা সত্য হলে আমরা সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় বিষয়টি খতিয়ে দেখবো।”

তবে প্রসূতি মৃত্যুর খবর জানেন না মেহেরপুরের স্বাস্থ্য বিভাগ। কথা হলে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ বলেন, “ওই প্রসূতির মৃত্যুর খবর আমরা জানি না। তবে অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ক্লিনিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

মেহেরপুরে কামরুল হাসানের গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান আজ শনিবার বিকেল পাঁচটায় সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের শালিকা- বাড়িবাকা গ্রামে গণসংযোগ করেন। এ সময় তিনি বিএনপির কেন্দ্র ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ করেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগকালে জেলা বিএনপির সদস্য ওমর ফারুক লিটন, বাঁকা বিল্লাহ, জহির হোসেন চঞ্চল, শাহিদুল ইসলাম, ফিরোজুর রহমান, সৌরভ, নাহিদসহ স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় অ্যাড. কামরুল হাসান বলেন, “দেশে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে ৩১ দফা বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। এই কর্মসূচির প্রতিটি দফা জনগণের মুক্তির সনদ।”

মেহেরপুরে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে মৌসুমি জ্বর’ আক্রান্ত হচ্ছেন

পরিবারের সবাই

মেহেরপুরে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে মৌসুমী জ্বরের প্রকোপ। আক্রান্তদের মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধই বেশি। মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স্র রোগীর ভীড়ে হিমশীম খাচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্সরা। হাসপাতালগুলোতে দেখা দিয়েছে ওষধ সংকট।

মেহেরপুরে ঘর ঘর এখন মৌসুমি জ্বরের প্রকোপ। জ্বরের প্রভাবে বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক, শ্বাসকষ্টজনিত রোগী এবং যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের বেশি ভোগান্তিতে পড়ছেন। মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালসহ গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দেখা গেছে, রোগীর ভীড়। অনেকেই শয্যাই জায়গা না পেয়ে বাধ্য হয়ে মেঝেতে শুয়েই চিকিৎসা নিচ্ছেন। রোগীরা জানান, জ্বরের সঙ্গে শরীরে প্রচন্ড ব্যথাসহ নানা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। এক সপ্তাহ থেকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত ভুগতে হচ্ছে। জ্বর ভালো হওয়ার পরও শারীরিক ক্লান্তি থাকছে দীর্ঘদিন। যার ছাপ পড়ছে দৈনন্দিন কাজে। ঠিকমতো খেতে পারছে না অনেকেই। চিকিৎসকরা বলছেন, সাত থেকে ১০ দিনের চিকিৎসায় জ্বর থেকে রেহায় পেলেও শারীরীক দুর্বলতা কাটতে অন্তত একমাস সময় লাগবে।

হাসপাতাল সূত্র বলছে গত এক সপ্তাহে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল, মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভর্তি হয়েছেন প্রায় তিন হাজার রোগী। এদের মধ্যে অধিকাংশই জ্বরে আক্রান্ত শিশু ও বয়স্ক। জ্বরের রোগী হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় হাসপাতালগুলোতে দেখা দিয়েছে ওষধ সংকট।

আক্রান্ত রোগীরা জানান, প্রথমে মাথা ও শরীর ব্যাথা হচ্ছে তার পর কাপুনি দিয়ে প্রচন্ড জ্বর সাথে কাশি। পরিবারের একজন আক্রান্ত হলে সেই পরিবারের সকলেই আক্রান্ত হচ্ছে। অনেকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন এবং মুমুর্ষ হয়ে পড়ছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পণা কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল আল আজিজ বলেন, জুলাইয়ের শুরু থেকে এই জ্বরের প্রকোপ বেড়েছে। এটি আমরা ইনফ্লুয়েন্জা বলে মনে করছি। তবে অন্তত সাত থেকে ১০ দিন চিকিৎসা নিতে হচ্ছে। তবে জ্বর অনুভুব হলে দ্রত হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেয়ার পরামর্শ দেন এই চিকিৎসক।

মেহেরপুরের রাইপুর কবরস্থান পরিষ্কার ও বৃক্ষরোপণ করলেন কামরুল হাসান

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান তাঁর নিজ গ্রাম রাইপুর কবরস্থানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছেন।

আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে তিনি স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কবরস্থান এলাকায় প্রায় ২০০টি বৃক্ষরোপণ করেন। কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ রোপণ করা হয়। এসময় কবরস্থানের আশপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং আগাছা পরিষ্কার করা হয়।

বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “মর্যাদাপূর্ণ এই পবিত্র স্থানকে পরিবেশবান্ধব ও সবুজ রাখার জন্য আমাদের সকলেরই এগিয়ে আসা উচিত। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।”

স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং কবরস্থানের পরিবেশ রক্ষায় এ ধরনের আরও উদ্যোগের আহ্বান জানান।

মেহেরপুর সদর উপজেলা হাজী সমিতির সংবর্ধনা ও বার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলা হাজী সমিতির উদ্যোগে নতুন ও পুরাতন হাজীদের সংবর্ধনা ও বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে হাজী

সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা হাজী সমিতির সভাপতি হাজী নুর হোসেন আঙ্গুর। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাজী আক্তার হোসেন রিন্টু। সঞ্চালনা করেন হাজী আক্কাস আলী।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসার পরিচালক মুফতি হাফিজুর রহমান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডা. আব্দুস সালাম, হাজী নুর রহমান, হাজী কুতুব উদ্দিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে হাজীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে দোয়া এবং আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর মিফতাহুল কুরআন মাদ্রাসার দুই হাফেজকে পাগড়ি প্রদান

মেহেরপুরের মিফতাহুল কুরআন মাদ্রাসায় দুই হাফেজকে আনুষ্ঠানিকভাবে পাগড়ি প্রদান করেছেন দুই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। শনিবার সকালে মাদ্রাসা মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক, ইমাম, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসার পরিচালক হাফেজ মাওলানা মোঃ শাহ জালাল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পৌর জামে মসজিদের ইমাম শাজাহান আলী।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন গড় জামে মসজিদের সাবেক ইমাম মোঃ আব্দুল হান্নান, আবুল কাসেম, রুহুল আমীন, হাফেজ মোঃ আব্দুল হালিম এবং হাফেজ রাকাত খন্দকার রত্ন।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও গজল পরিবেশন করেন শিক্ষার্থী আরাফাত হোসেন, বায়েজিত হোসেন, আরিফ, খাদিজাতুল কোবরা, ফাইম আবরার তৈয়ব, সাদিয়া সুলতানা, ফাইম ফয়সাল ক্বারী ও কাওসার খান।

অনুষ্ঠানের দ্বার প্রান্তে, হাফেজ মোঃ আব্দুল হালিম ও হাফেজ রাকাত খন্দকার রত্নকে আনুষ্ঠানিকভাবে পাগড়ি প্রদান করা হয়। এরপর দেশ ও মুসলিম জাতির শান্তি কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর কলেজ মোড়ের জমি নিয়ে উত্তেজনা

মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়ে একটি জমি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে শুরু করে প্রশাসনিক মহল পর্যন্ত চলছে উত্তেজনা । জমিটি একক ব্যক্তি মালিকের পৈতৃক সম্পত্তি, নাকি এটি পৌরসভার -এই প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়েছে শহরের সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রশাসন। এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাল্টাপাল্টি স্ট্যাটাস, খোলা চিঠি, এবং শেষ পর্যন্ত অনশনের ঘোষণায় পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে উঠেছে।

গত ২১ জুলাই ২০২৫, মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি দীর্ঘ স্ট্যাটাস দেন, যার শিরোনাম ছিল-“পৌর সম্পত্তি রক্ষায় পৌরবাসীর প্রতি খোলা চিঠি”। সেখানে তিনি দাবি করেন, কলেজ মোড়ের পোস্ট অফিস ও তুলা ভবনের সামনের জায়গায় রাতারাতি বেআইনিভাবে কিছু দোকানঘর নির্মাণ করা হয়েছে, যা পৌরসভার মালিকানাধীন সম্পত্তি। তিনি অভিযোগ করেন, ০১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মো. মহাব্বত আলী জমিটি নিজের বলে দাবি করে আদালতে মামলা করলেও, তৎকালীন জেলা জজ জমিটি পৌরসভার বলে রায় দিয়েছিলেন। মামলার আপিল এখনো বিচারাধীন।

সাবেক মেয়র অভিযোগ করেন, “আদালতের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি সেখানে নির্মাণ করতে পারে না। পৌরসম্পত্তি আত্মসাৎ করতে মহাব্বত আলী মিথ্যা দাবি করছেন এবং তার ঘনিষ্ঠতা

কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বেআইনিভাবে ঘর নির্মাণ করছেন।”

তিনি আরও লেখেন, “দশ দিনের মধ্যে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে আমরা পৌরবাসীকে সাথে নিয়ে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করবো। বর্তমান পৌর প্রশাসকের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, তিনি যেন জনগণের স্বার্থে, পৌরসভার সম্মান রক্ষায় সাহসী ভূমিকা রাখেন।”

এদিকে, সাবেক মেয়রের স্ট্যাটাসের পরদিনই, জমির বর্তমান মালিক দাবিদার মো. মহাব্বত আলীর ছেলে ইয়াসিন আলী মারুফ তার ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ‘মারুফ উদয়’ থেকে একটি পাল্টা স্ট্যাটাস দেন। সেখানে তিনি সাবেক মেয়রের উদ্দেশে লিখেছেন, “আপনার মত একজন নামাজী, শিক্ষিত মানুষ থেকে এ ধরনের আচরণ আশানুরূপ নয়। আপনি যদি প্রমাণ দিতে চান, তা ফেসবুকে না দিয়ে আদালতেই দিন।”

তিনি আরও লেখেন, “জমিটি আমাদের পৈতৃক, যার সব দলিল, খতিয়ান, রেকর্ড ও খাজনার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। আপনি নিজেও জানেন, গনপূর্ত, পোষ্ট অফিস ও তুলা উন্নয়ন বোর্ডের জমি অধিগ্রহণ হয়েছে মূল জমির ভেতর থেকে, সামনের অংশটি কখনোই অধিগ্রহণ হয়নি।”

মারুফ তার পোস্টে সাবেক মেয়রের উদ্দেশে আরও অভিযোগ করেন, “আপনি আমাদের বিরুদ্ধে মব সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন। এমনকি শোনা যাচ্ছে, আপনি বা আপনার অনুসারীরা আমাদের দোকান ভাঙতে পারেন। আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।”

মহাব্বত আলী দাবি করে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, তার দাদা আজহার শেখ ও পিতা আসাদুর রহমানের কাছ থেকে ১৯৬০ ও ৮০-র দশকে পর্যায়ক্রমে গণপূর্ত বিভাগ, পোস্ট অফিস ও তুলা উন্নয়ন বোর্ড জমি অধিগ্রহণ করে। তাতে রাস্তার সামনের অংশ বাদ যায়, যা তাদের নামে থেকে যায়। ২০০২ সালে আদালত তাদের পক্ষে রায় দেন। এছাড়া আমরা নিয়মিতভাবে জমির খাজনা পরিশোধ করে আসছি এবং জমিটি আমাদের দখলে রয়েছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, তৎকালীন সময়ে সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু আমার কাছে ৫ শতক জমি চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম এটা আমাদের মালিকানা জমি। জমি দেওয়ার প্রশ্নই আসেনা। পরবর্তীতে আমি ২০২২ সালে আমার ছেলে মারুফকে জমি দলিল করে দিই, যার দলিল নম্বর ২০৩৫/২২ এবং খতিয়ান ১৩২০৬।

মহাব্বত আলী আরও বলেন, তৎকালীন সময়ে সাবেক মেয়র জমিটি দখলে চেষ্টা করলে তাঁর বড় ভাই মো.শাফায়েত হোসেন ২০০৬ সালে মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালতে মেহেরপুর পৌরসভার

চেয়ারম্যান ও সচিব বিবাদী করে জমিটি তাদের দাবী করে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলাটি এখনো বিচারাধীন রয়েছে। গত ৩১ জুলাই সংগ্রহ করা আদালতের একটি আদেশ স্লিপ থেকে জানা গেছে, মামলাটি বিচারাধীন এবং মেহেরপুর পৌরসভার বিপক্ষে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে।

এ বিষয়ে সহকারী ভূমি কর্মকর্তা ওহিদুর রহমান জানান, “মহাব্বত আলী বর্তমানে নিয়মিত খাজনা দিচ্ছেন এবং জমিটি তাদের নামে রয়েছে।”

মেহেরপুর পৌরসভার প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, “যেহেতু জমিটি নিয়ে আদালতে মামলা বিচারাধীন, বাদির পক্ষে আদালতের নিষেধাজ্ঞা আছে, সেহেতু আদালতের আদেশ অমান্য করার সুযোগ নেই।”

মেহেরপুরে ডিএনসির অভিযানে স্বামী-স্ত্রীসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১৪০ বোতল ফেনসিডিলসহ স্বামী-স্ত্রীসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।

আজ শুক্রবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে ওই তিনজনকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন—সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের গোলাম শেখের ছেলে হাফিজুর রহমান (৫০), তার স্ত্রী চায়না খাতুন (৪৫) এবং একই এলাকার ওজুদুল ঘটকের ছেলে চাঁদ আলী (৩৮)।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, হাফিজুর রহমান ও তার স্ত্রী চায়না খাতুন নিজ বাড়িতে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল মজুত করে রেখেছেন। পাশাপাশি চাঁদ আলী কোমরে লুঙ্গির ভেতরে ফেনসিডিল লুকিয়ে বহন করছিলেন।’

পরে ডিএনসির একটি বিশেষ দল চায়না খাতুনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হাফিজুর ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে ১৩০ বোতল এবং চাঁদ আলীর কাছ থেকে আরও ১০ বোতল—মোট ১৪০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। মামলার পর তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন ডিএনসির এই কর্মকর্তা।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার ও ধারাবাহিকভাবে চলবে।

মুজিবনগর সীমান্তে ১৭ বাংলাদেশীকে ফেরৎ

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্য পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে চার শিশু, পাঁচ নারীসহ ১৭ বাংলাদেশীকে ফেরৎ পাঠিয়েছে বিএসএফ।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত ৬ বিজিবি এবং ১৬১ বি এস এফ এর কোম্পানি কমান্ডার পর্যায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এসব বাংলাদেশীকে ফেরৎ দেন তারা।

আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১০৫ এর নিকট নোম্যান্সল্যান্ডের কাছে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । ফেরৎ আসা সবাই খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার বাসিন্দা।

শুক্রবার বিকাল তিনটার সময় ৬ বিজিবির চুয়াডাঙ্গা সেক্টর কমান্ডার থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধ ভাবে অনুপ্রবেশ করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এসব বাংলাদেশী দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করছিলেন। এসব বাংলাদেশীকে যথাযথ আইনী প্রক্রিয়া শেষে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।